মোশাররফ হোসেন খান

সবুজ পৃথিবীর কম্পন

সবুজ পৃথিবীর কম্পন

মোশাররফ হোসেন খান

খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

www.pathagar.com

সবুজ পৃথিবীর কম্পন
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫
পরিবেশনা
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার, কাঁটাবন ও
বাংলাবাজার শাখা, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, বইমেলা ২০০৬
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদচিত্র
আল বারক্ আলভী
কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা
দাম
পঞ্চাশ টাকা

SABUJ PRITHIBIR KAMPON
A Collection of Poems Written by Mosharraf Hossain Khan
and Published by Kheya Prokashoni Dhaka Published
on February 2006 Price Tk. 50.00

www.pathagar.com

ক বি তা সূ চি

আমরা থামিনি ০৫
পথের ওপাশে ০৬
নতুন চর ০৭
আলোর উত্তাপে ০৮
বিশ্ব নাগরিক ০৯
সবুজ পৃথিবীর কম্পন ১০
পদক্ষেপ ১১
পা তোলা পা ফেলা ১২
বাগদাদ-২০০৩ ১৪
আলেয়ার ভূমি ১৫
শিকারী ১৬
প্রত্নতত্ত্ব ১৭
আগ্নেয় প্রপাত ১৮
বৈশাখ ১৯
সে যেন নওল বৃষ্টি ২০
শরত সকালে ২১
হেমন্তের নদী ২২
শীতের পদাবলী ২৩
এই কুয়াশায় ২৫
বিশ্রামের প্রহর ২৬
ঘোড়-দৌড় ২৭
কালপ্রবাহ ২৯
মানুষের সপক্ষে ৩০
বিব্রত-বিভ্রমে ৩১
মুক্তির পতাকা ৩২
চৈতন্যে পড়েছে টোকা ৩৩
দৃষ্টি ৩৪
মূলত মানুষ ৩৫
একটি রাত ৩৬
৩৭ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
৩৮ মুঠোকাব্য
৩৯ বিনাশের পর
৪০ তরল ছেলেরা
৪১ মহাকালের ঢেউ
৪২ অলীক আস্তাবল
৪৩ বেঁচে থাকার কৌশল
৪৪ এপিটাফ
৪৫ মেধাবী পর্বত
৪৬ জামালউদ্দিন আফগানী
৪৭ কাজী নজরুল ইসলাম
৪৮ আব্বাস উদ্দীন স্মরণে
৪৯ শহীদ আবদুল মালেক

কি শো র ক বি তা

৫১ মা
৫২ ঈদটা যেন
৫৩ দেশের জন্য
৫৪ এদেশ আমার
৫৫ বাংলা ভাষা
৫৬ একুশ যখন আসে
৫৭ বয়স
৫৮ বোশেখের কবিতা
৫৯ বৃষ্টি
৬০ হেমন্ত
৬১ আমার বাড়ি
৬২ বইমেলা
৬৩ কবি নজরুল
৬৪ কথার কথা

www.pathagar.com

জাগাও আস্থার ঝড় শুধু স্বপ্নাবেগ
সামনে নতুন চর–উধাও উদ্বেগ

www.pathagar.com

আমরা থামিনি

রক্ত-পাথারে ভেসেছি কত জীবনের কথা ভাবিনি
এসেছে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রবৃষ্টি, তবুও আমরা থামিনি।

আমরা থামিনি আগুনের হলকায়
সমুদ্র-গর্জন হারিকেন দমকায়
বুলেট-বোমায় কামানের শাশানিতে–
বরং কেটেছি সাঁতার নতুন পানিতে।

থামাতে চেয়েছে বৈরী-ঝড় বারবার
ছিঁড়তে চেয়েছে পাল বহু-শতবার
কতবার যে উঠেছি জেগে রক্ত নেয়ে
তবুও চলেছি বন্ধুর সুড়ঙ্গ বেয়ে।

সামনে চলেছি সদা পর্বত মাড়িয়ে
আবক্ষ রক্তসাগরে রয়েছি দাঁড়িয়ে
কখনো কাঁপেনি বুক হায়েনার জয়ে
আমরা ফিরিনি কখনো ভীরুতা-ভয়ে।

এইতো দাঁড়িয়ে আছি, এভাবে দাঁড়াবো
স্বপ্ন-জয়ে বারবার সম্মুখে বাড়াবো
সামনেই চলা ছাড়া আরতো মানি না
আমরা থামিনি কভু–থামতে জানি না ॥

www.pathagar.com

পথের ওপাশে

সবুজ টেবিলের ওপর বেলজিয়াম গ্লাস।
এতই স্বচ্ছ যে মুখ দেখা যায় অনায়াসে।
দশটি বছরের নিত্যকার এই দেখা
তবুও কত অচেনা একান্ত কাছের চেহারা!
এইতো সেই হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার।
বহু পুরনো। কিছুটা রং বদলে গেছে শহুরে মানুষের মতো।
বামের সেলফটা ঝুঁকে পড়েছে,
মনে হচ্ছে বৈশাখী তাণ্ডবে হেলে পড়েছে কোনো প্রাচীন বৃক্ষ।
ডানের স্টিলের আলমারিটা আছে প্রায় আগের মতো।
সামনে 'দি মুসলিম ওয়ার্ল্ডের' বিশাল মানচিত্র।
মানচিত্রের ওপর জমেছে ধুলোর আস্তরণ,
কিছু মাকড়সার জাল।
খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখাগুলো–
আফগানিস্তান, ইরাক কোথায় যে হারিয়ে গেল!
বামের জানালা দিয়ে উড়ে আসছে ভিমরুল।
কাছের আমগাছটিও কেমন ফ্যাকাশে।
আকাশে ঘনঘোর মেঘ, তবুও বৃষ্টি নেই।
বাম জানালার ওপাশে ছাত্রাবাস।
ওখান থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসে সকরুণ চিৎকার।
কিসের শব্দ!
কাঁটাবনের কাফন ব্যবসায়ীরা দারুণ উৎফুল্ল।
কানে ভেসে আসছে–
'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম
জিন্দাবাদ।'
একজন কবির বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় লাশের মিছিল।
নগরবাসী পুলকিত।
কেবল কবির দীর্ঘশ্বাস থেকেই প্রবাহিত হয়
অমীমাংসিত জীবনের পথ।
দশটি বছর–
এভাবেই পথটি বয়ে চলেছে আঁকাবাকা ক্রমাগত!
কবিও জানে না পথের দূরত্ব
কিংবা কি আছে পথের ওপাশে!

www.pathagar.com

নতুন চর

তখনো আঁধার ছিল, তমসিত রাত
বিক্ষুব্ধ বাতাস ছিল, তরঙ্গিত ঢেউ
তখনো তস্কর ছিল, রক্তভেজা হাত
বিপুল বিনাশী দিন, সুচতুর কেউ।

এমনি শ্বাপদ-শৃঙ্গ দুই পায়ে দলে
আসে নক্ষত্র-জীবন, অগণন তারা
ভাঙ্গে কবন্ধ দরোজা, গিরি ভেঙ্গে চলে
জেগে ওঠে জনপদ, সাহসের ধারা।

থামতে জানে না স্রোত, জীবনের গতি
পুষ্পিত যৌবন আর অসীমের কূল,
বামপাশে রিক্ত কাল, ডানপাশে জ্যোতি
অনিঃশেষ যাত্রা আর নবতর মূল।

জাগাও আস্থার ঝড় শুধু স্বপ্নাবেগ
সামনে নতুন চর– উধাও উদ্বেগ ॥

www.pathagar.com

আলোর উত্তাপে

তুমিও মিছিলে থাকো সাহসের ভীড়ে
তুমিও থাকো সমরে, প্রশান্তির নীড়ে
সমুদ্র-সাঁতারে তুমি অবিচল থাকো,
শংকার ঝড়-বায়ু বামপাশে রাখো।

যারা চলেছে প্রান্তর এই পথ ধরে
তারাই তো প্রদীপের চারপাশে ঘোরে
ঝড়ের সম্মুখে যারা আছে চলমান,
তুমিও তাদের সাথে থাকো বহমান।

তুমি কি শুনতে পাও সাগরের ডাক?
তবে কেন স্থির তুমি- হতাশ নির্বাক!
তুমিও এগিয়ে চলো হাওয়ার আগে,
জেগে ওঠো নিদ্রা ছেড়ে দীপ্ত অনুরাগে।

দ্বিধাহীন হও তুমি সমর-সন্তাপে
নিজেকে শাণিত করো আলোর উত্তাপে ॥

www.pathagar.com

বিশ্ব নাগরিক

পৃথিবীর ও প্রান্তের কান্নাও যখন
আমার হৃদয়ে তোলে তীব্র হাহাকার
তখন কিভাবে থাকা যায় নির্বিকার?

আমার কাঁধেও আছে পৃথিবীর দায়।

কেবল 'মানুষ' ছাড়া মানুষের কান্না
আর কে শুনতে পায়?

এই তো ঘুরছে দেখো সূর্য চর্তুদিক
আমি তো মানুষ বটে, বিশ্ব নাগরিক ॥

www.pathagar.com

সবুজ পৃথিবীর কম্পন

এ আমার সবুজ মানচিত্র–
শত ঝঞ্ঝার প্রতিকূলে রয়েছে স্থির, অবিচল
কখনো হেলে পড়েনি প্রবল ঘূর্ণিতেও।

এ আমার সবল স্বদেশ–
তস্করের শেকড় উপড়ে, বাজের নখর আর শকুনের ছোবল
উপেক্ষা করে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই পতাকা আমার সম্রাট শাহজাহানের তাজমহলের চেয়েও
প্রশস্ত, দীপ্তিমান।

এ আমার হাজার বছরের পথ চলার পদচিহ্ন।
এপথে মিশে আছে বখতিয়ার, ঈসা খাঁর পায়ের ধুলো।
তাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এবং গগন কাঁপানো খুরের শব্দে
এখনো কেঁপে ওঠে শৃগালের হৃৎপিণ্ড।

এই তো, আমার হাতের মুঠোয় পাক খাচ্ছে বৈশ্বিক আকাশ।
সুনীল আকাশে উড়ছে আমার পতাকার সাথে স্বপ্নীল ঘুড়ি।
পাখির ডানার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মেঘের রাজ্য।
সকল সীমানাকে তারা নিয়ে এসেছে ডানার আয়ত্তে।

এক সময় ভাবতাম, কবিদের কোনো ঘরের প্রয়োজন নেই।
এখন বুঝেছি, শুধু ঘর কেন–কবির জন্য একান্ত জরুরি
একটি আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক মানচিত্র।
আমার হাতের তালুতে খেলা করছে বিশাল পৃথিবী।

এই তো, এখানে সুদৃঢ় দুর্গের ভেতর সঞ্চিত রয়েছে
আমার বিশ্বাস আর ঐতিহ্যিক রত্ন-ভাণ্ডার।
কোনো দস্যুর সাধ্য নেই সেখানে হাত বাড়ায়। এ আমার
একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

হে মালিক!
আমার স্বপ্নের মানচিত্র আর প্রশস্ত না হলেও
কখনো যেন সংকুচিত না হয়,
যেন থেমে না যায় এই সবুজ পৃথিবীর কম্পন!

www.pathagar.com

পদক্ষেপ

স্থির হও।
সকল দরোজার শেষে রয়ে গেছে
আর এক দরোজা।
পৃথিবীর বাইরে আর এক পৃথিবী।
পথের শেষ বলে থেমেছো যেখানে,
চেয়ে দেখ সেখান থেকেই চলে গেছে আর এক পথ।

ব্রাজকের পায়ের স্পর্শেই গড়ে ওঠে নতুন পথ।
পথের গভীরে আর এক পথ।
পথের কোনো শেষ নেই।

সমুদ্রের গভীরে কী আছে, জানে না নাবিক
মাটির গভীরে কী আছে, জানে না কৃষক।
তুমিও জানো না কী আছে ওখানে,
পথের অন্তরালে।

স্থির হও।
তারপর এগিয়ে চলো সম্মুখে।
যেখানে পথের শেষ,
সেখান থেকেই হোক তোমার পা ফেলা,
সুদৃঢ় পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

পা তোলা, পা ফেলা

যার কান আছে, সেই কেবল শুনতে পায়
কালের ক্রন্দনধ্বনি!
যার হৃদয় আছে, সেই কেবল অনুভব করতে পারে
যুগের চিৎকার!

যার পা আছে, সেই কেবল হাঁটতে পারে।
যেমন আমি হেঁটেছি আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ পথ।
কখনো কর্দমাক্ত, কখনো পিচ্ছিল,
আবার কখনো বা ক্ষেতের দু'পাশ থেকে হেলে পড়া
পাটের প্রলম্ব ডগা ছাড়িয়ে শ্রাবণের
ভেজা সরু আলপথ।
কখনো ভাবিনি পথের দূরত্ব।

হেঁটেছি, ক্রমাগত হেঁটেছি।
সাত পহরের পথ পাড়ি দিয়েছি।
সূর্য ওঠা এবং ডোবার যাবতীয় উত্তপ্ত কিংবা কোমল রঙ–
সবটাই ধারণ করেছি উদোম গায়ে।
খালি পায়ে, কখনো বা ভুখা-নাঙ্গা
প্রকম্পিত শরীরে হেঁটেছি বিশ ক্রোশ বন্ধুর পথ।

কিসের আশায়!

আবার যখন স্বপ্ন-ভঙ্গের যাতনা নিয়ে
ফিরেছি বাড়ির পথে–
তখন দূর থেকে দেখেছি, রান্না ঘরের চালের ওপর দিয়ে
কোন ধোঁয়া উড়ছে কি-না!
কিংবা কখনো গভীর রাতে–
খুব সন্তর্পণে কান পেতে আছি, কখন শুনতে পাই
পাঁজর ভাঙ্গা পিতার নির্ভরতার পায়ের শব্দ
অথবা তার সান্ত্বনার সেই ভারী গলার গম্ভীর খাকারি!–
আর সাথে সাথেই আমাদের স্বপ্নভার মাথা তোলা
আবার মুহূর্তেই আহত সাপের ফনার মতো
নুয়ে পড়া অশ্রুসিক্ত বালিশে।

www.pathagar.com

পেটের ভেতর তখন জ্বলছে হাবিয়া দোযখের মতো
সাতটি জাহান্নাম।

ক্ষুধার কষ্টে যার চোখ কখনো সিক্ত হয়নি
প্রকৃত অর্থে, তার জীবনটাই রয়ে গেছে অপূর্ণ।

ক্ষুধার অভিজ্ঞতার চেয়ে আর কোনো অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা নেই।

সে-সবই আজ মনে হয় আরব্য রজনীর হাজার এক রাত্রির
অমর এবং অমলীন কাহিনী!
কিম্বা কিছুটা ধূসর, কিছুটা প্রচ্ছন্ন!
আসলেই কি তাই?

না! বরং এইতো এখনো বুকের গভীরে ঢেউ তুলছে
সেই রোরুদ্যমান অসহায় পাথর প্রহর।
যদি হঠাৎ বঙ্গোপসাগর হরিতের ক্ষেতেও পরিণত হয়–
তবুও কি বিস্মৃত হতে পারি সেই ভয়াবহ কালের কথা!

কিভাবে ভুলি!–
এইতো এখনো দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট উঠোনের দুই প্রান্তে
লজ্জানত মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন অসহায় জনক-জননী!
তাদের রোদনই যেন শেষ সম্বল,
আর তাদের তপ্ত-অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা যেন দৃশ্যমান তাজমহল!
আবার কখনো বা দেখছি পাথর-চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
ক্রমাগত কবিতায় লিখে চলেছেন বাহাদুর শাহ জাফরের মত
জীবন-কাসিদা আমার জনক।
আমরা নয়টি প্রাণী তখন বুভূক্ষ চাতক!

প্রকৃত অর্থেই আমি অনেক বেশী ঋণী–
ক্ষুধা, ক্রন্দন আর জমাটবাঁধা পাথর-সময়ের কাছে।

কারণ, একদিন আমাদের সম্মিলিত রোদনই শিখিয়েছিল–
দু:সহ প্রহরকে বিদীর্ণ করে
কিভাবে পা তুলতে হয়,
পা ফেলতে হয়।

www.pathagar.com

বাগদাদ-২০০৩

হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাগদাদ কম্পিত এখন
ইঙ্গ-মার্কিন নামক পাপিষ্ঠ হায়েনার পদভারে!

জর্জ ডব্লিউ বুশ, ব্লেয়ার কিংবা শ্যারন–
না, তারা কোনো মানবীর গর্ভে জন্ম নেয়নি।
পৃথিবীর কোনো নারীই এমন জঘন্য সন্তান
প্রসব করতে পারে না কখনো।
তাদের জন্ম কোনো শূকরীর গর্ভে কিংবা
কোনো শয়তানী তাদের গর্ভধারিনী।

এইতো সেই কারবালা!–
যেখানে ঈমানের পরীক্ষায়
হুসাইন আর তার সাথীরা জয়ী হয়েছিলেন!
এইতো সেই ফোরাত!
সেই দজলা!–

যার পানি রক্তে লাল হয়েছিল
নবীর দৌহিত্র আর তাঁর পরিবারের পূত:পবিত্র রক্তে!
এইতো সেই ইরাক!–
যেখানে ঘুমিয়ে আছেন অগণিত বীর মুজাহিদ,
ঘুমিয়ে আছেন রাসূলের সাথী!

আবদুল কাদের জিলানী এবং রাবেয়া বসরীর
পবিত্র নগরী এখন হায়েনার দখলে!

ইরাকের প্রতিটি ধূলিকণা,
বহমান বাতাস কিংবা দজলার স্রোত
বিস্ময়ে বিমূঢ়।
পাখির ক্রন্দনে ভারী হয়ে উঠছে পৃথিবী!–

প্রভু!
পবিত্র ইরাক–
সে তো কেবল তোমারই, তোমার।
তোমার গায়েবী মদদে রক্ষা করো
ইরাকসহ প্রতিটি মুসলিম জনপদ–
যেভাবে রক্ষা করেছিলে
আবরাহার বিরুদ্ধে পবিত্র কাবা।

বাগদাদ জ্বলছে!
না!–
বাগদাদ নয়– জ্বলছে হৃদয়!

www.pathagar.com

আলেয়ার ভূমি

হাটুরিয়া ফিরে যায় ঘরে
কাঠুরিয়া খোঁজে তার গেহ
পাখিরাও শেষ হলে দিন
নীড়ে খোঁজে আপনার দেহ।

সবকিছু শেষ হয়ে যাবে
ভেঙ্গে যাবে জীবনের ছড়
সবকিছু লীন হয়ে যাবে
থেমে যাবে সময়ের ঝড়।

কোথায় ছুটেছো, কোনদিকে
কত দূরে যেতে পার তুমি?
যত দূরে যাবে– তার চেয়ে
দূরে যাবে আলেয়ার ভূমি ॥

www.pathagar.com

শিকারী

একজন শিকারী যেমন বুঁদ হয়ে যায় শিকারের নেশায়
তেমনি মানুষের হৃদয় চৌচির করাকেই
অনেকে ভাবে পরম তৃপ্তির বাহন।

হরিণের বুক বিদ্ধ করার জন্য যে ধরনের নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন
তাও এক সময় আয়ত্তে আনে হরিণ-জীবিরা।
আমেরিকা কিংবা বুশের মত–
পৃথিবীর বহু ব্যক্তি এবং দেশ মানুষের রক্তকেই
উপাদেয় পানীয় হিসাবে গ্রহণ করেছে!

যারা পারে, তারা এভাবেই পারে।
হাসতে হাসতে বিদ্ধ করতে পারে যে কোনো হৃদয়।
এক সময় রক্তই হয়ে ওঠে তাদের আরাধ্য বিষয়।

হন্তারক, পশু শিকারী কিংবা হৃদয় বিদীর্ণকারী–
মূলত এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু একটি বৃক্ষলতা কিংবা সবুজ পাতা ছিঁড়তেও
যাদের কেঁপে ওঠে হৃদয়
তারা কিভাবে রক্ত এবং আর্তিকে সইতে পারে!

আমি শিকারী কিংবা তীরন্দায নই, কবি।
কালকে বিদ্ধ করার মত শিল্পীত দক্ষতা ছাড়া
আর কোনো কৌশলই
আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

প্রত্নতত্ত্ব

আমাদের প্রপিতা ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবর
তিনিই প্রথম জেনেছিলেন সকল বস্তু ও প্রাণীর নাম।
আমরাই প্রথম জেনেছিলাম কাঠ ও আগুনের ব্যবহার।
নিয়েছিলাম প্রেম ও প্রকৃতির পাঠ।

বন্ধুর পথকে আমরা কখনো উপেক্ষা করিনি।

আমাদের অবস্থান ছিল বরাবর মানবিকতার উপত্যকায়।
আমরা গ্রহণ করেছিলাম সামনে চলার প্রত্যয়দীপ্ত শপথ।
ঈর্ষা, ক্রোধ এবং অসহিষ্ণু রক্ত-নদীকে
অসহায় করে আমরা
নোঙর ফেলেছিলাম সাম্যের বন্দরে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরাই প্রথম জ্বেলেছিলাম সভ্যতার আলো।
আমরাই প্রথম জেনেছিলাম
মৃত্তিকা ও মানুষের সম্পর্ক।
জেনেছিলাম পাথর, সমুদ্র এবং জীব-বৈচিত্র্যের নিগূঢ় রহস্য।

আমরা সেই মনুষ্য-প্রভা–
আমাদের প্রপিতার দরোজায় এখনো দুলছে
প্রজ্ঞা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব।
আমরা মূলত তাঁরই অধস্তন, উদ্দীপ্ত উত্তরসূরি।

www.pathagar.com

আগ্নেয় প্রপাত

এসো চলি ঝড়ো হাওয়ায়, এসো সাগর মাড়াই
এসো চলি বজ্রবানে, অগ্নিদাহে পর্বত নাড়াই।
এসো উলকা গতিতে
ঢেউয়ের বিপরীতে
এসো তীব্রযৌবন–জোয়ার, এসো সম্মুখে দাঁড়াই।

এসো সত্য সাহসের সাথে লড়ি
এসো মিথ্যা ভেঙ্গে ইতিহাস গড়ি
এসো নব তরঙ্গ তারুণ্য, এসো প্রদীপ্ত প্রভাত
এসো দলি কঠিন প্রস্তর, এসো আগ্নেয় প্রপাত ॥

www.pathagar.com

বৈশাখ

এখানে জীবন মানে চৈত্রদগ্ধ খা খা পোড়ামাটি
এখানে জীবন মানে ধূলিঝড়, তীব্র রক্তোচ্ছ্বাস
এখানে জীবন মানে প্রান্তরের ধু ধু বালুকণা,
এখানে জীবন মানে নিয়ত উজানে গুন টানা।

সকল জীর্ণতা দীর্ণ করে তুমি এসো বৈশাখ
এসো উত্তপ্ত বদ্বীপে, সবুজ পল্লবে, নবরূপে
এসো স্বপ্ন-সম্ভাবনা বুকে নিয়ে, এসো বার বার,
মুছে দাও ব্যর্থতার যত গ্লানি, জীবনের ভার ॥

www.pathagar.com

সে যেন নওল বৃষ্টি

চুপচাপ বসে পড়ি,তরুতমালের শান্ত নীড়ে।
এখানে শহর নেই, নেই রূঢ় ধাতব গর্জন,
যেটুকু রয়েছে- সে কেবল সিক্ত মাটির অর্জন-
যেখানে হারিয়ে যায় মন, প্রকৃতির পুণ্য ভীড়ে।

ভেজা পথ, ধুলি-কাদা কিম্বা ঠা ঠা তাপদগ্ধ মাঠ,
উঠোনের পরিপাটি, লেপা ঘর , লাউয়ের মাচা।
হালকা বাতাসে দুলে ওঠে সবুজ টিয়ার খাঁচা-
এ সবই আমার মক্তব-সুনিপুণ শিলাপাঠ।

এখানে প্রলয় আনে প্রণোদনা, ভাটিয়ালি গান।
দিগন্তের সূর্য আনে সাহসের সুতীব্র সৌরভ
ফসলের বুক চিরে ভাপ ওঠে-জাগৃতি গৌরব-
আবারও জেগে ওঠে চাষী, জাগে আশাভরা প্রাণ।

এসো, এইখানে বাঁধি সবুজ-পল্লবে স্বপ্নঘর-
সে যেন নওল বৃষ্টি! -এলো বহু প্রতীক্ষার পর ॥

www.pathagar.com

শরত সকালে

অতি শৈশবেই শরতের চাঁদ-ধোয়া জোসনা
পান করানোর অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন আমার
প্রাজ্ঞ পিতা।
সেই থেকে প্রতিটি শরতেই আমি সেটা পান করে আসছি।
এ এক অব্যক্ত, বিরল অনুভূতি!
যা কেবল কবিরাই অনুভব করতে পারেন।

সেই শৈশব-কৈশোর থেকেই ক্রমাগত হাঁটছি।
কখনো গন্তব্য স্থির করতে পারিনি।
কিন্তু এই শরতে, চাঁদ-ধোঁয়া জোসনা পান করতে করতে
আমি আমার গন্তব্য স্থির করে ফেলেছি।

যেখানে যাচ্ছি, সে-পথ যদিও বন্ধুর!
সেখানে যেতে হলে পার হতে হবে আগুনের দরিয়া
টপকাতে হবে বরফের পর্বত
আঁধারের গুহা পেরিয়ে, স্তূপিত সর্পিল ফণা উপেক্ষা করে
সেখানে পৌঁছুতে হবে।

আমার গন্তব্য যেহেতু স্থির, সুতরাং এখন কোনো
বাধা কিংবা শংকাই আমাকে আর তাড়িত করে না।

এইতো চলেছি নি:শংয়ে আমার গন্তব্য পথে
আর শরতের শিউলি-ভেজা শিশির
আমার দু'পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে!

www.pathagar.com

হেমন্তের নদী

নাগরিক এই বিষাক্ত কোলাহল থেকে তোমাকে ঠিক চেনা যায় না।
তোমাকে চেনার মত কোনো দৃষ্টিও নেই নাগরিক কবির।

শহর যাকে গ্রাস করে, সে আর মানুষ থাকে না।

তোমাকে চিনতে হলে অন্তত পাড়ি দিতে হবে পদ্মা।
তারপর কয়েকশো মাইল অতিক্রম করে যেতে হবে বাঁকড়া।
সেখানেই তো রয়ে গেছে সবুজ পল্লবে ঢাকা তোমার অবয়ব।
কী অপরূপা!
হলুদ শর্ষে ফুলের ওপর শিশিরকুঁচি যেন স্বর্ণকেও হার মানায়।
কুয়াশার আঁচলখানি একটু আলগা হলেই
বহুবর্ণে মেশানো যে রঙিন প্রান্তরটি চোখে পড়ে–
তার চিত্র আঁকতে পারে এমন কোন্ চিত্রকর!

বৃক্ষ এবং গুল্মগুচ্ছও এখন হেমন্তের একান্ত গৃহপালিত।
আর ঐ যে নদীটি এখনও বয়ে চলেছে অশীতিপর বৃদ্ধের মত–
তার বুকে যদিও এখন আর কোনো নৌকা দেখা যায় না,
ঈমান মাঝি হাঁক দেয় না আর খেয়া পারাপারের জন্য,
তবুও হেমন্ত এলেই শাদা বক আর অজস্র পাখির কলরবে
নিদ্রা ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠে নদীটি।

পাখিরা নদীকে ভোলেনি
যেমন আমিও ভুলতে পারিনি–
বিশ্বের তাবৎ দু:সংবাদ এবং যুদ্ধের মহামারী একপাশে রেখে
হেমন্তের এই কালে–
এখনো প্রতিটি সকালে উদোম গায়ে রোদ পোহাই তার পাড়ে।
এখনো প্রতিটি প্রভাতে ছুটে যাই সেই চিরচেনা নদীটির কাছে।
কখনো বা ঘুমের মধ্যেই–
মায়ের মায়াবী হাতে বোনা নকশীদার কাঁথা ফেলে
অকস্মাৎ ডেকে উঠি–
কপোতাক্ষ!
কপোতাক্ষ! ...

www.pathagar.com

শীতের পদাবলী

আবার এসেছে সাইবেরিয়ার পাখির দঙ্গল
পুনরায় কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে আমাদের লেক, হাওড়, বিল।
ধু ধু বালিয়াড়ি প্রান্তর পরেছে কুয়াশার কাফন।

আমাদের নদীগুলো এখন আর নদী নেই!

এক সময় যে কপোতাক্ষর বুক পাড়ি দিতে পাটনীর বুক কেঁপে উঠতো
হাতের বৈঠা ঘুরতো রুটি-বেলা বেলুনের মত
এই শীতে তার পেটে বসে ছেলেরা নুড়ি জ্বালিয়ে দিব্যি আগুন তাবাচ্ছে।

শীত এসেছে।
দূরত্ব কমে গেছে চোখের দীপ্তির।
একমাত্র নিজের সম্মুখ ভাগ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।
না নদী, না মাঠ, না কোনো ফসলের ক্ষেত।
অতি পরিচিত মুখগুলোও কেমন অচেনা রয়ে গেছে নিজেরই পৃষ্ঠদেশের মত।
এই তীব্র শীতেও দাবার ছকের মত তারাও কেমন জটিল এবং প্রাণহীন
আস্থা এবং ভরসার বিপরীতে তারা এখন সীমাহীন সন্দেহযুক্ত একেকটি
বিষধর অজগর।
শহরের কংক্রিটের সড়কের মত শীতের কোমলতা তাদেরকেও এতটুকু
স্পর্শ করেনি।

সবুজ হরিতের মধ্যে এতকাল যে সজীবতাটুকু ছিল
তাও দখল করেছে ডিপটয়েল, স্যালো, পানির পাম্প
এখন আর কোনো হরিতের নরোম ফুল-পাতা শিশিরসিক্ত হয়ে শরীরে জড়ায় না।
পা দু'টো ভরে না আর চোখ-জুড়ানো সরষে ফুলে।
চিরচেনা সবুজ মাঠগুলো পুঁজিপতিদের মত ফেঁপে উঠছে আর
ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে দিগন্তের পর দিগন্ত।
শীতের কুয়াশা সেই লজ্জাও যেন আড়াল করে রেখেছে কৌশলে।

আমাদের গ্রামগুলোও এখন আর গ্রাম নেই।
প্রতিযোগিতায় নেমেছে সিটিহার্ট বাণিজ্যিক সেন্টার কিংবা
মাল্টিপ্লান এ্যাপার্টমেন্টের মত।
রোদে পোড়া, শীতে কাঁপা সেই সরল মুখগুলোও এখন অনেক বদলে গেছে।
এ যেন চৈত্রের কাঠফাটা রোদে চৌচির মৃত্তিকারই প্রতিবিম্ব।

কোনও শীতই এখন আর গ্রামকে আকর্ষণ করে না।

কোথায় উধাও হলো সেই নান্দনিক উৎসব-উন্মত্ততা!
তবুও গভীর রাতে মাঝে মাঝেই হঠাৎ তীব্রভাবে অনুভব করি বুকের

www.pathagar.com

অনেক গভীরে
একটি যন্ত্রণা–
গায়ের লেপ ফেলে ধড়ফড় করে উঠে বসি
শীতের আক্রোশ উপেক্ষা করে খুলে দেই দক্ষিণের জানালা।
হু হু-গতিতে ঢুকে পড়ে হীমেল হাওয়া
আর আমি চেয়ে থাকি দূরে, বহু দূরে–
যদিও দেখা যায় না কুয়াশা এবং রাতের নিগূঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই
তবুও অনুভব করি–
কয়েকশো মাইলের ওপাশে এখনো জেগে আছেন আমার মা।
আর তার মায়াবী হাতে তাওয়ায় ফুলে-ফেঁপে উঠছে শীতের পিঠা কিংবা
সুগন্ধী পায়েস।

একমাত্র মায়ের মুখ ছাড়া এই শীত-কুয়াশা আমার জন্য আর কিছুই
আঁকতে পারেনি!
ভোর সকালে মুরগীগুলো জবুথবু। হাঁসগুলো দুরন্ত। প্যাঁক প্যাঁক শব্দ তুলে ছুটে
চলেছে পুকুরে।
পুবের খলেনটি এতক্ষণে ভরে উঠেছে মায়ের মুখের মত নির্মল কোমল রোদে।
হঠাৎ হৃদয়টা মোচড় দিয়ে ওঠে।
তবে কি এখনই ছুটে যাবো বাঁকড়ার ঘন-পল্লবে ঢাকা আমার শৈশব মাড়ানো সেই
সবুজ গ্রামে!

সহসা দুলে উঠি এক প্রচণ্ড কাঁপুনিতে–
যদি দেখতে না পাই বুকের ভেতর লুকানো সেইসব ঘাসে ভেজা
সরুপথ, শিশির ঝরা গুল্মলতা কিংবা কোমলে ভরা মায়াবী মুখ!
যাবো কি যাবো না–
এই দোদুল্যমানতার মধ্যেই কেটে গেল কয়েকটি যুগ।

শীত এসেছে, চলেও যাবে।
চলে যাবে শীতের অতিথি পাখিরা।
কিন্তু আমার ভেতরের ব্যাকুল অতিথিকে জাগানোর মত
কাউকে তো দেখছি না!

মায়ের করুণ কণ্ঠস্বরই কেবল তিরতির করে বেজে উঠছে।
মনে হচ্ছে–
মা আমার গোটা বাংলাদেশকেই কুয়াশার মত জড়িয়ে রেখেছেন।

তীব্র যন্ত্রণার কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছে বুকের গহীন-গভীরে।
শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে আমি
বাইরের দরোজাটা আস্তে করে খুলে দিলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কালপ্রবাহ

কখনো বৃক্ষও হতে পারে প্রশান্তির নিয়ামক
এবং কখনো মানুষও হতে পারে ভয়ের অধিক।

যতোদিন প্রাণ আছে দেহের ভেতর, ততোদিন–
বেঁচে থাকা ইচ্ছার বিরুদ্ধে– সে এক ভীষণ কষ্টের।
চোখের কার্নিশে এ কিসের চিহ্ন, কোন্ বেদনার?
নাকি মানুষের অর্জন কেবল অশ্রু-হাহাকার!

স্মৃতি কি বিস্মৃতি– কোনোটাই এখন সঞ্চয়ে নেই।
যেটুকু আছে সে শুধু দুর্দমনীয় শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস
বৃষ্টিহীন যাযাবর লোনা মেঘ-জমাট বরফ,
কোন্ ভরসায় ছেড়ে যাবে নাও ঝড়ো-প্রতিকূলে!

মহাকাল পড়ে আছে মৃতসম পৃথিবীর বুকে,
ক্লান্তির প্রহর চলে নিরন্তর হামাগুড়ি দিয়ে।–

আমি পারবো না–
আমি পারবো না হামাগুড়ি দিয়ে সময় পেরুতে,
আমি জানিনে রোদন কাকে বলে, শিখিনি কাঁদতে।

www.pathagar.com

মানুষের সপক্ষে

পৃথিবী কোথাও থেমে নেই, কারো জন্য
না শোকে, না বেদনায়।

উড়ছে স্মৃতির মেঘ পতাকার মতো।

গভীর থেকে গভীরে যাচ্ছে রাত
চলছে কালপ্রবাহ ।
ঝোপঝাড় পেরিয়ে ক্রমশ ধাবমান দীর্ঘশ্বাস।–

কেবল থমকে আছে স্বপ্নগুচ্ছ হৃদয় গভীরে।

নিদ্রাহীনতার মধ্য দিয়ে রাত্রির সমাপ্তি।
সামনেই নতুন প্রভাত–
নাকি সেই চিরচেনা নিকৃষ্ট উদ্বেগ!

স্বস্তি ও শান্তির প্রত্যাশায়–
নতুন গ্রহের তালাশে ব্যস্ত সাহসী পরিব্রাজক,
এসব ভাবার মতো তার অবকাশ কোথায়!

ঐতো মানুষের সপক্ষে জেগেছে পাখি,
পাড়ি দিচ্ছে বিশাল আকাশ।

www.pathagar.com

বিব্রত-বিভ্রমে

'যতটুকু পুড়েছি ধোঁয়া হয়েছে তার চেয়েও কম।'

আমারও কিছু কথা ছিল, ছিল কিছু আয়োজন
ছিল সময়ের বিশুষ্ক সঞ্চয়, তীব্র প্রয়োজন।
বিপুল বিনাশী কাল! চাতকী-চপলা প্রিয় নাম-
একদিন আমারও ছিল স্মৃতি। আজ অবিরাম
বিস্রস্ত হৃদয়, বিস্মৃত সপ্রভা। -সেই কালবেলা
নিরন্তর নিঃস্বর এখন; বাজে একোন্ বেহালা!-

একদা এখানে- কত চেনা, কত সুহৃদ-স্বজন
ধুমায়িত কফির উষ্ণতা, উৎসুক বন্ধু-অগণন-
কত না চলেছে গুলজার! আজ একা বেহিসাবী
সেই এক কবি, কালের বিবরে- যার নেই দাবি-
প্রত্যহ পার্থিবে। বিব্রত-বিভ্রমে জাগে বিবমিষা;
সেই ভালো বটে, ছায়াহীন বিস্মৃতির অমানিশা।

www.pathagar.com

মুক্তির পতাকা

তোমার ভেতরে আছে সাহসী আগুন
চেতনায় টোকা দাও জাগাও ফাগুন।

সমুদ্র টপকে চলো বাতাসের ঘোড়া
পর্বত মাড়িয়ে চলো অসীমের চূড়া।
তোমার উত্থান হোক জয়ের প্রতীক
কণ্ঠ হোক তেজদীপ্ত, ভয়ের অধিক।

মানবতার ব-দ্বীপে দাঁড়াও সবাক
তোমার প্রশ্বাসে হোক জগৎ অবাক।
সাহস ও সংগ্রামে তোমার দু'হাত
চিরতরে মুছে দিক আঁধারের রাত।

শোকাহত কেন হও যুবক-তরুণ!
সাহসের সাথে বলো নবীন-অরুণ–
এই জুলুমের শৃংখল ভাঙবোই
মুক্তির পতাকা নীলাকাশে ওড়াবোই!

www.pathagar.com

চৈতন্যে পড়েছে টোকা

চৈতন্যে পড়েছে টোকা হাজার রাত্রির
একদা পাথেয় ছিল দূরের যাত্রীর–
অসহায় কাল বলে ছিল না কিছুই
ছিল না কারুর কাছে বিদেশ-বিভূঁই।

সবই আপন ছিল প্রাণের দোসর
পরস্পরে ছিল সুখ-সুখের ওশর।

এখন বদলে গেছে কালের কপাট
খরায় পুড়েছে মন–প্রশান্ত ললাট
কিছুই থাকে না আর আগের মতন
থাকে না প্রেম-প্রবাহ নিপুণ যতন।

সবই কৃত্রিম বটে–হৃদয়-মানুষ
শহুরে জীবন যেন কেবলি ফানুস।

বদলে গেছে মানুষ– স্বভাব আদল
তোমার চোখের মত কৃত্রিম বাদল।

www.pathagar.com

দৃষ্টি

অবসন্ন, খুব অবসন্নে কেটে গেল ক'টা দিন।
আসলে কি কেটে গেছে
নাকি বসে আছে নাকের ডগায়!

এত অবসন্ন! মনে হচ্ছে হাত নেই হাতের জায়গায়।
পা নেই, মাথা নেই, চোখ নেই যথাস্থানে।
কখনো মনে হয় পড়ে আছি ওয়ানটাইম ঘড়ি।
ক্যাসিও নাকি সিটেজেন!
যাই হোক না কেন মুণ্ডহীন মানুষের মতো।

আজকাল নিজেকে মনে হয় ভিজে তুলোর বস্তা।
শত চেষ্টাতেও তুলতে পারি না।
চোখ দু'টোও এখন আর চিনতে পারে না মানুষের চেহারা।
ডাক্তার বললেন, চশমার পাওয়ার বদলাও।

অনেক বদলেছি পাওয়ার।
কিন্তু অন্য সবকিছু দেখতে পেলেও
মানুষের চেহারাটা দারুণ ঝাপসা।
মানুষ নাকি পাথর–
আজকাল আর কিছুই বুঝে উঠতে পারি না!

www.pathagar.com

মূলত মানুষ

এই ভোরটুকু বড় নিয়ামক জীবনের জন্য
এই আলোটুকু বড় প্রয়োজন মানুষের জন্য।

মূলত মানুষ–মেঘের সমান ঘূর্ণেয়মান
কখনো বা উপমেয় বুদবুদ,চলিষ্ণু সময়
কিংবা অসহিষ্ণু দাবানল, ফেরারী বৈশাখ।

নিজের চেহারা দেখতেই মানুষের তাবৎ অরুচি!

মানুষ পাড়ি দিতে পারে হিমালয়
অথচ নিজের সাড়ে তিন হাত দেহ-সাঁকো
পার হতেই নিঃশেষ করে একটি বয়স।

আলো-আঁধারি আগে ছিল, আছে এখনও
সংঘাত-সংঘর্ষ আগে ছিল, আছে এখনও
জয়-পরাজয় আগে ছিল, আছে এখনও
জীবন-মৃত্যুর মাঝে শুধু নেই শর্তহীন নিশ্চয়তা।

মূলত মানুষ– চির প্রতিদ্বন্দ্বী আপন সত্তার।

www.pathagar.com

একটি রাত

সারাটি রাত কেটে গেল নির্ঘুম।
সঙ্গী ছিল তারাখচিত নিস্তব্ধ আকাশ
আর বহু অচেনা নিগূঢ় আঁধার।

এখন শরৎ, নাকি হেমন্ত!

আজ অমাবস্যা।
কিন্তু আমার ভেতরে ঠিকই উঠেছিল চাঁদ।
সে যেন পূর্ণিমার সয়লাব।

একবার মনে হলো বেরিয়ে পড়ি।
খুব কাছ থেকে দেখে নিই শহর
এখন কোন গন্ধ নেই বোমা কিংবা টিয়ার গ্যাসের ।
পরক্ষণেই কে যেন উঁচিয়ে ধরলো
আমার মস্তক বরাবর
ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র।

তাহলে কবি এবং ঘাতক–
দু'জনই জেগে আছে সারারাত!

ভোর হয়ে এলো।
শহর কাঁপছে এখন দানবের পদভারে।

কাফন ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেছে!

www.pathagar.com

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

অনেকেই প্রশ্ন করেন, আমার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে
কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন–
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি?

জবাবে কি আর বলি!
কারণ জীবন মানেই তো নিঃসঙ্গতা
প্রগাঢ় একাকীত্বের মধ্য দিয়েই কেবল গমনাগমন।

আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ!
মীর জাফর কিংবা মোহাম্মদী বেগ
যতদিন আছে চারপাশে–
ততোদিনই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ–
শূন্য, শূন্য এবং মহাশূন্য!

সম্ভবত পৃথিবী আর কখনো
সাবালক হবার সুযোগই পাবে না!

www.pathagar.com

মুঠো কাব্য-১

সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল প্রজ্ঞার অধিক–
যতই আঁধার হোক ভোর হবে ঠিক
তীব্র সবুজ প্রভাতে জাগে চারদিক
হৃদয়ে জ্বালোও তুমি আলোর অধিক।

মুঠো কাব্য-২

অজস্র তমসাঘেরা সহস্র আকাশ
ঢেকে আছে মেঘপুঞ্জ অগণন দিন
বিপরীতে পাক খায় উত্তপ্ত বাতাস
কেড়ে নেয় স্বর্ণসুখ, মাতৃত্বের ঋণ।

সময়ের আগে ছোটে দুর্ভাগ্যের ঘোড়া–
বৃথা এ প্রতিযোগিতা, কিম্বা শূন্যে ওড়া।

www.pathagar.com

বিনাশের পর

প্রকৃতির পাঁজরে প্রচণ্ড দাবদাহ
কালের গুহার ভেতর গুমরে ওঠা উত্তপ্ত বাতাস
শতাব্দীর ফুসফুসে লাভার তোলপাড়–
আমরা পেরিয়ে এসেছি এমনি একটি দুর্বিসহ মহাকাল।

মানুষ অর্থ এখন অসহায় অরণ্যচারী
সম্মুখে গতিহীন কালের চৌকাঠ
মানুষ অর্থ– নিশ্চল পানির ওপর ভাসমান
ফুলে ওঠা মৃত মাছের দঙ্গল।

উজানে বসে আছো কোন্ খেয়ার মাঝি?
দ্যাখো, মাথার ওপরে কালো কাক
নৃত্যরত শকুনের চিৎকার
সমুদ্রের নাভী থেকে ভেসে ওঠে ক্ষুধার্ত শোষক
ভয়ানক প্রশ্বাসে ধসে যায় দেশ মহাদেশ– বিপুল ভূ'ভাগ।
ডাকাতের পায়ের নিচে মূর্ছা যায় অরণ্যের সকল সবুজ
প্রকৃতির নির্মল নিলয়
বিষাক্ত দাঁতে তার মানুষের তরতাজা রক্তের দাগ!

যারা প্রশান্তির মানচিত্র খামচে ছিন্ন ভিন্ন করতে চায়
যারা ঘুমের দরোজায় টাঙিয়ে দেয় যুদ্ধের নিশান
যারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে
জনপদ এবং মানবতার সকল নিবাস,
তাদের প্রতিকূলে এসো হে শতাব্দী–
এসো আর এক উদগ্র মহাকাল।
এসো,
নেমে এসো আগুনের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুর্বার গতিতে
ঝোড়ো রাতে হে কাল বৈশাখী,
এসো হে অগ্নিময় শতাব্দী–
দুর্বিনীত কালের পিঠে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই লোকালয়ে।

সম্পূর্ণ বিনাশের পর–
পুনরায় জেগে উঠুক নবীন ভূ'ভাগ
হেসে উঠুক–
শতাব্দীর আর এক নতুন সূর্যের প্রোজ্জ্বল উদ্ভাস।

www.pathagar.com

তরল ছেলেরা

তরল ছেলেরা–
যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি
প্রবেশ করছে বহুবর্ণিল বোতলে
এবং মুহূর্মুহ ধারণ করছে বোতলের রঙ।
তাদের নিজস্ব কোনো রঙই হলো না!

তরল ছেলেরা–
কখনো ভিজিয়ে তুলছে তাদের আণ্ডারওয়্যার
পরিধেয় পরিচ্ছদ–
কি যে আকুতি!–
চায় স্বীকৃতি, খ্যাতি কিংবা একটু দাঁড়াবার ঠাঁই।

তরল ছেলেরা–
টানা-ছেঁড়ার বাজারে তারাও দরকারি বটে।
এজন্য দ্রুত, খুব দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে বিভিন্ন পকেটে,
কেউবা টুকরি হাতে প্রতীক্ষায় আছে
দয়াবান কোনো বাজার ফেরতের জন্য।

আহা সরল!–
কি যে সহজলভ্য করে তুলছে নিজেকে!

কষ্টে আছি,
বড় কষ্টে আছি–
তরল ছেলেরা প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য
সাহস করে
আজ আর কেউ নামে না শ্রম-সাগরে!

www.pathagar.com

মহাকালের ঢেউ

ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদের গুঁড়ো থেকে ঝরে যায় নক্ষত্রের পাতা
পাতাগুলো হেঁটে যায় সৌরদ্বীপে
তারপর অনি:শেষ অন্ধকারে
মহাকাশের সড়ক বেয়ে ছুটে যায় বৃষ্টির কাছিম

কাছিমের শুঁড় বেয়ে বৃষ্টি নামে
অলীক অরণ্যে অন্ধকার নামে
কুয়াশার কেশ থেকে নেমে আসে বায়ুর কঙ্কাল

গ্রহের তাঁবু ছিঁড়ে উড়ে যায় বিদ্যুতের ঘোড়া
ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদ দু'ভাগ করে উঠে আসে পুরাণ-পুরুষ

ভেঙে যায় মেঘের পারদ
পারদের শিরা থেকে উঠে আসে পুরাণ-পুরুষ
আশ্চর্য সঙ্গীতে ভেঙে যায় এক দুই তিন
নদী সমুদ্র অরণ্য উপকূল
ভেঙে যায় মহাকাশের সুতীব্র ঢেউ
ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে যায়....

www.pathagar.com

অলীক আস্তাবল

শহরগুলো ক্রমেই রুক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে
গ্রামগুলো বিবর্ণ ফ্যাকাশে
ভেঙে যাচ্ছে জনপদ, আস্থার সৈকত

এখন ঝরে না আর জোসনার অমেয় সঙ্গীত
জানালা গলিয়ে ঢোকে না স্বপ্নিল বৃষ্টির ছাট
ক্রোধের পাতিলে লাফায় এখন যুদ্ধের কার্তুজ

প্রকৃতির আস্তাবলে কেবলি শূন্যতা

মৃত্তিকার আস্তিনে নিষিক্ত উদ্বেগ :
ভেঙে যাচ্ছে জনপদ, পৃথিবীর মেহগনি পাড়
সূর্যের চোখের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে
আলম্ব-অলীক পাথর-পর্বত

চারদিক অমানিশা, দানবীয় দাবানল
অসীম শূন্যতা বুকে চেপে আতঙ্কে কাঁপছে এখন
সিল্কের শাড়ির মতো
আসিদ্ধ পৃথিবী এবং প্রকৃতির আস্তাবল

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার কৌশল

অবিশ্বাস্য এক দু:স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি
অনিশ্চিত প্রহর।
একদল ডোরাকাটা সৌখিন হরিণ
রাতের ছায়া অনুসরণ করতে করতে ছুটে চলেছে
বিপদসংকুল সাঁকো বেয়ে।
তাদের পিঠে তখনো গম্বুজের মতো স্পষ্ট হয়েছিল
দগদগে ক্ষত।
শরীরে চাপ চাপ রক্ত নিয়ে ভ্রুক্ষেপহীনে
ছুটে চলেছে সাহসী হরিণ।

ঠিক এইভাবে মৃত্যুর সৈকত থেকে
মৃত্যুঞ্জয়ী নুড়ি কুড়াতে কুড়াতে একদিন প্রত্যুষে
তারা আবিষ্কার করলো–
সাহস আর সংগ্রামের অনন্ত সাগর সাঁতরে
ভয়ানক অরণ্যে বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য কৌশল।

মানুষই কেবল অমর হতে চায়।
অথচ এখনো শেখেনি তারা
কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়!

www.pathagar.com

এপিটাফ

তোমার ছায়াটি যতটুকু প্রলম্বিত
ততোটুকু তুমি নও
ধৈর্যের মৃত্তিকাসম, পথের প্রতীক
কিংবা বৃক্ষ তুমি হও।

গড়িয়ে পড়ে না কভু বৃষ্টির নিয়মে
সফলতার কলস
কিছুই পারে না তারা, হয় না সফল
যারা কেবলি অলস।

ততোটুকু হও তুমি যতোটুকু আছো
যতোটুকু প্রশস্ত তোমার দেহ,
জীবন অনন্ত করো ইতিহাসসম
কর্মের সমুদ্রে খোঁজো আলোকিত গেহ।

www.pathagar.com

মেধাবী পর্বত

শূন্যের গভীরে আছে আর এক শূন্য
দীপ্তিমান শূন্য যেন সাপের জিহ্বা
কারা যেন পৃথিবীকে করেছে বিষাক্ত!

ভয়ংকর পৃথিবীর নাক ফেটে ক্রমাগত
ঝরে পড়ে, ঝরে যায় বর্ণহীন রক্ত
তার ফুসফুসে লাভাময় যুদ্ধ ক্ষয়
মহামারি ধ্বংস ধূম, বীভৎস ক্ষত!

তবুও দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য পৃথিবী!
চলো যাই ধ্বংস থেকে শূন্যের ভেতর।
শূন্যের গভীরে আছে আর এক শূন্য
দীপ্তিমান শূন্য যেন সাপের জিহ্বা।

তবুও ভাল– চিরায়ত শূন্যের ভেতর
আছে বিস্তীর্ণ জীবন, স্বপ্ন-সম্ভাবনা
আছে ব্যাকুল প্রত্যাশা–মেধাবী পর্বত।

www.pathagar.com

জামালউদ্দিন আফগানী

অগণন নক্ষত্রের মাঝে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
কিম্বা সমুদ্রের দাঁড়ভাঙ্গা এক তরঙ্গিত ঢেউ।–
অজস্র ঝঞ্ঝার মাঝে অচঞ্চল, সুদৃঢ় মাস্তুল।

আশ্চর্য ব্রাজক! হেঁটেছেন ক্রমাগত। ধূলি-ঝড়–
আর রৌদ্রদগ্ধ ঠাঠা মরুপথে, তবু শঙ্কাহীন!
বিরুদ্ধ বাতাসে ওড়ে তার শাদা পাগড়ির শিষ।

চোখে সীমাহীন স্বপ্নদ্যুতি, স্বজাতির মুক্তপ্রাণ।
হৃদয় গভীরে কাঁদে পোড়ামাটি, তামাটে শহর।
স্বাধীনতা!– সে ছিল কেবলি তার তৃষ্ণার দোসর।

যেখানেই গিয়েছেন, যত দূরে, পৃথিবীর প্রান্তে–
পকেটে রেখেছিলেন সযতনে স্বজনের নাম,
আর একখণ্ড জ্বলন্ত বারুদ–অজেয় বিপ্লব।

অবাক অভিভাবক! বহুদর্শী, স্বপ্নদ্রষ্টা-জানি–
জাগৃতির সেনাপতি–জামালউদ্দিন আফগানী ॥

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম

এশিয়া ছাড়িয়ে গেছে তোমার নামের ঢেউ।
অনেক গভীর–যেন এক প্রশান্ত মহাসাগর।
তোমার ছায়ার পাশে আজো দাঁড়াতে পারেনি কেউ।

গান ও গজলে বয়ে গেছো স্রোতোবাহী নদী, তুমি
কবিতায় সতত ভাস্বর, অমলিন চিরকাল,
জাপটে রেখেছো বটে মানুষ ও সবুজের ভূমি।

যতটুকু জেনেছি প্রজ্ঞায়–তার চেয়ে ঢের বেশি
পাঠের অধিক তুমি, প্রতীতির অনিঃশেষ প্রভা,
কখনো আন্তর্জাতিক, কখনো বা সুহৃদ স্বদেশী।

অনেকে মরেন। তবু কেউ শতাব্দীর কণ্ঠস্বর–
রয়ে যান প্রকৃতির নিরাপদ কোমল জঠরে,
তার জন্য তৈরি হয় স্বপ্ন-সৌধ, অসীমের ঘর।

এখানে রয়েছে শত হিংসা-দ্বেষ ঘৃণা-উপকূল,
উপেক্ষা-বিনাশী তুমি, কালজয়ী কবি নজরুল ॥

www.pathagar.com

আব্বাস উদ্‌দীন স্মরণে

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় যত গাঙচিল
সকলের ঠোঁটে ভাসে কারুময় তোমার সঙ্গীত,
নিবিড় সুরেলা কণ্ঠে খুলে যায় হৃদয়ের খিল
মাঝি আর কৃষকের গামছায় সুরভী ইঙ্গিত।

গজলের মূর্ছনায় দোল খায় বাবলার ডাল
যেন আমলকি ভুলে গেছে পাতা ঝরানোর কাল।
আস্তাবলে রশি হাতে খাড়া এক অবাক সহিস
নদীও থমকে গেছে, সচকিত হালের মহিষ।
শস্য-ক্ষেত, বন-বীথি, মাছ-পাখি পেতে আছে কান
দিগন্ত কাঁপিয়ে ভেসে যায় ভাওয়াইয়ার টান।–

এখন কিসের কাজ! শুনে যাও জীবনের সুর
বাতাস মথিত করে ছড়িয়ে গেছে যা বহুদূর।–
ঐ সুর ভাস্বর, কালজয়ী; হারাবে না কোনোদিন,
ভাটি বাঙলার একজন– আব্বাস উদ্‌দীন ॥

www.pathagar.com

শহীদ আবদুল মালেক

সোহরাওয়ার্দীর
এই ঘন সবুজ কার্পেট সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই শালবৃক্ষ সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই তরুলতা, উদ্যান, ছোট বড় বৃক্ষ সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই গেইট, সাপের মত বয়ে চলা সরুপথ সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই বাতাস, সূর্যালো, মেঘ, আকাশ, দিন এবং রাত্রি সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই চাঁদ, জোসনা, নক্ষত্রপুঞ্জ সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এই পদশব্দ, পাখির কলরব সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
তিনি ছিলেন এইতো এখানে–
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টিএসসি এবং হলসমূহে।
এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা সাক্ষী–
এখানে তিনি ছিলেন।
এইতো এখানে–
হাইকোর্ট এলাকা, আলুপট্রি, তাঁতীবাজার, পুরনো ঢাকা–
এইতো রাজধানীর অলিগলি– সর্বত্রই তিনি ছিলেন।

আবদুল মালেক !
তিনি ছিলেন সাহস ও সংগ্রামে
বিপ্লবের প্রতিটি বর্ণ ও উচ্চারণে–
এই তো তারই পদছাপ–
চলতে চলতে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে।...
এইতো তারই প্রিয়তম শ্লোগান–
উঠতে উঠতে পৌঁছে গেছে মেঘের গম্বুজ ভেদ করে আরশ মহল।–

www.pathagar.com

এবং তার স্বপ্নগুচ্ছ এখন
সুবিস্তৃত-সীমাহীন।

পনেরই আগস্ট এখন কেবল শোকবাহী নদী নয়
নয় কেবল একক মালেক–
বরং এইতো এখন সাহস ও সংক্ষোভে জ্বলে ওঠার দিন
আবদুল মালেক এখন
লক্ষ কোটি যুবকের হৃদয়-সিম্ফনি, সমুদ্র গর্জন,
লাভার স্তূপ এবং এক অজেয় পর্বত।

আবদুল মালেক!
এইতো এখানেই ছিলেন তিনি–
এখনো আছেন হৃদয়-গভীরে
বাতাস ও বারুদের
সমূহ বিবরণে।

www.pathagar.com

মা

মায়ের কথা পড়লে মনে উদাস হয়ে যাই।
দেশ-বিদেশে ঘুরি যখন
মায়ের কথা ভাবি তখন
মায়ের কাছে পত্র লিখি মনের ঠিকানায়।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি
মায়ের ছবি কেবল আঁকি
সবুজ মুখটি ভাসে তখন সোনার বিছানায়।

একলা বসে নিঝুম রাতে
ভাবি মাগো তোমার হাতে–
পরশ মাখা আদর-মায়া
কোথায় বলো পাই!

মাগো!–
তোমার কথা ভাবি যখন উদাস হয়ে যাই ॥

www.pathagar.com

ঈদটা যেন

ঈদটা যেন
তোমার মত
আমার মত
খুকুর মত হয়,
ঈদটা যেন
ফুলের মত
সুবাসিত
সকল সময় রয়।
ঈদটা যেন
চাঁদের মত
আলোর মত
তারার মত হয়,
কচি-ধানের
ডগার মত
শিশির ঝরা
ঘাসের মত
সরষে ফুলের
রেনুর মত
মনটা করে জয়।
ঈদটা যেন
স্রোতের মত
উসুম-কুসুম রোদের মত
সারা বছর ঝরে,
ঈদটা যেন
তোমার মনে
আমার মনে
এমনি করে
থাকে সকল ঘরে ॥

www.pathagar.com

দেশের জন্য

আকাশ ভরা তারার মেলা বাওড়ি বাউল সুর
বাতাস ফুঁড়ে যাচ্ছে ছুটে সামনে বহু দূর।
মাথার পরে আছড়ে পড়ে আপন করা হাসি
যে হাসিটা অনেক দামী-জোসনা রাশিরাশি।
ভুবন জোড়া খুশির মায়া জড়িয়ে আছে মা-কে
সাত সমুদ্দুর ওপার থেকে মা-যে আমার ডাকে।
স্বদেশ আমার সূর্য হাজার রাজ্যিসেরা সুখ
সবুজ-সোনা আল্‌পনাতে ভাসে তারই মুখ।
স্বদেশ আমার ব্যাকুল হৃদয় আকুল করা গান
দেশের জন্য ভালোবাসা বান ডেকেছে বান ॥

www.pathagar.com

এদেশ আমার

এদেশ আমার
হাজার তারার
আলোর জানাজানি,
এদেশ আমার
অনেক দূরের
নদীর কানাকানি।

এদেশ আমার
সবুজ ছায়ার
মিষ্টি পাখির বোল,
এদেশ আমার
কলমি ফুলের
কোমল মুখের টোল।

এদেশ আমার
অনেক সুখের
অনেক মোহন সুর,
এদেশ আমার
উদোম হাওয়া
আপন পথের দূর।

এদেশ আমার
শান্ত-শীতল
হঠাৎ দমকা ঝড়,
এদেশ আমার
শরৎ শিশির
ঘূর্ণি বায়ুর খড়।

এদেশ আমার
এই যে আমি
সবুজ মায়ার কোলে,
এদেশ আমার
স্বপ্ন-সাগর
বুকের ভেতর দোলে॥

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা

দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখি
নানা বর্ণে কাব্য লিখি
হাজার রঙে চিত্র আঁকি
আর–
মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি
তোমার মুখের দিকে,
তুমি ছাড়া এই মুখে মা–
সবই তিতো, ফিকে।

বাংলা আমার মুখের ভাষা
বাংলা আমার মনের আশা
ওই ভাষাতে কান্না-হাসি
সব নিয়েছি তুলে,
তোমার মধুর ডাকে মাগো–
সব গিয়েছি ভুলে।

বাংলা আমার বাংলা আমার
যতই বলি মুখে,
আসলে ভাই বাংলাটা যে
মিশেই আছে বুকে ॥

www.pathagar.com

একুশ যখন আসে

একুশ যখন আসে
রক্ত বৃষ্টি ঝরে তখন
সবুজ দুর্বা ঘাসে।

একুশ যখন আসে
একটি চোখে শোকের নদী
অন্য চোখটি হাসে।

একুশ যখন আসে
ভাই হারানো কষ্টগুলো
পদ্মের মত ভাসে।

একুশ যখন আসে
নতুন সুরুজ মিষ্টি হেসে
দাঁড়ায় মায়ের পাশে।

একুশ এলে পরে–
থোকা থোকা হাসনাহেনা
ঝরঝরিয়ে ঝরে ॥

www.pathagar.com

বয়স

শিশু ছিলাম ভাল ছিলাম
কচি ঘাসের মত
মনের মাঝে ফুটতো ফুল–
গোলাপ শত শত।

ইচ্ছে হলে যেতাম উড়ে
আকাশ-সীমা, নীল
ফুঁড়ে যেতাম সাগর-নদী
শাপলা ভাসা বিল।

বাতাস ছিল ডানা আমার
সাহস ছিল ঝড়
বজ্র ছিল টাট্টু ঘোড়া
শূন্যে ছিল ঘর।

শিশু ছিলাম ভালো ছিলাম
বিশাল ছিল ডানা
ইচ্ছে হলে যেতাম উড়ে–
কোথায় ছিল মানা?

বড় হবার অনেক ঝুঁকি
কষ্ট আরো বেশি
বয়স হলে যায় না ওড়া
খামচে ধরে পেশি ॥

www.pathagar.com

বোশেখের কবিতা

বোশেখ যেন
তোমার মত আমার মত
আঁচল ওড়া শাড়ির মত
কিষাণ বধূর চুলের মত
যখন তখন যেমন খুশি–
শান্ত কিংবা পাগলা হাওয়া।

বোশেখ যেন ষাঁড়ের মত
মঈন মাঝির হালের মত
শক্ত ক্ষেতের মাটির মত
দামাল ছেলের ঘুড়ির মত
বোদ-পুকুরে একটু পানি–
তারই ভেতর উদোম বালক
এক নাগাড়ে ঝাঁপিয়ে যাওয়া।

বোশেখ যেন রাজার ছড়ি
ফাঁসি কাষ্ঠের পাষাণ দড়ি
বোশেখ যেন থানার ওসি
গুনটানা নাও হাতের রশি।

বোশেখ যেন আমের শাখা
গরুর গাড়ি, তালের পাখা
বোশেখ যেন চাষীর মত
দরদরিয়ে ঘামে নাওয়া।

বোশেখ যেন মায়ের মত
বোনের মত, শিশুর মত
উথলে ওঠা মনের মত
বোশেখ যেন নদীর মত
কাব্য লেখা খাতার মত
নতুন দিনে নতুন ভোরে
আপন করে স্বপ্ন পাওয়া॥

www.pathagar.com

বৃষ্টি

ঐযে আকাশ   চোখ জুড়ানো
বিল ছুঁয়ানো নীল,
ঐযে বাতাস   হীম ছড়ানো
ঘুম উড়ানো চিল।

কাশবনে বক যায়রে ডাকি
ডানকানা মাছ দেয় যে ফাঁকি।

বাঁশের মাথা   পড়লো নুয়ে
ধানের ডগা পড়লো শুয়ে
দমকা হাওয়া বয়,
মেঘের সাথে   রোদের আড়ি
নায়ের মাঝি   ছুটছে বাড়ি
বৃষ্টি কথা কয়।

হঠাৎ পুকুর   কাঁপলো দুপুর
মেঘটা খেলো নীল,
বিষ্টির ফোঁটা   এমন মোটা
ভাঙলো মনের খিল।

ঝম ঝমা ঝম্ বৃষ্টি নামে
মাঠ ভিজিয়ে তবেই থামে।

বৃষ্টি শেষে   খুশির কাঁপন
খুকুর মতো   অনেক আপন
সবুজ পাতা হাসে,
পদ্মদিঘি   ঢেউ টলোমল
রূপোর টাকা ভাসে ॥

www.pathagar.com

হেমন্ত

ভোর সকালে হিম হিম
সারা বাংলা জুড়ে,
হেমন্তের হাওয়া বেয়ে
হিমটা এলো উড়ে।

হিমটা এলো উড়ে–
কুয়াশার ছাতা মেলে
হিমালয় ঘুরে।

হিমেল ধোঁয়া ঐযে ভাসে
গাছগাছালি দূর্বা হাসে
সবুজ পাতা ফুঁড়ে,
হেমন্তের চাদরখানি
সবই নিল মুড়ে।

হেমন্তের হাওয়া–
সে যে আমার বোনের নোলক
নতুন চালের ভাতের বোলক
আপন করে পাওয়া ॥

www.pathagar.com

আমার বাড়ি

আমার বাড়ি
দাওনা পাড়ি
নাওনা তুলে গান,
সবুজ মাঠে
শিশির হাঁটে
পাখির কলতান।

আমার দেশে
রূপোর বেশে
আমার প্রিয় নদী
বাঁক পেরিয়ে
কলকলিয়ে
চলছে নিরবধি।

অনেক হাসি অনেক খুশি
অনেক রঙা সুখ,
দেখবে তুমি সোনার ভূমি
কষ্টজয়ী-মুখ ॥

www.pathagar.com

বইমেলা

বোশেখ মেলা, শীতের মেলা
কত শত পিঠার মেলা–
হাজার মেলার মাঝে তবু
দারুণ বইমেলা।

সবাই আসেন বই মেলাতে
দিনে কিংবা সাঁঝ বেলাতে
ব্যস্ত থাকেন লেখক কবি–
নতুন নতুন বই লেখাতে।

লেখক পাঠক মিলন মেলা
যায় কেটে যায় সময় বেলা
উপচে পড়া বই-এর ভিড়ে–
জমে ওঠে মজার খেলা!

নতুন বই-এর গন্ধ ভাসে
ধুলো বালি দুর্বাঘাসে
নতুন বই-এর পোশাক দেখে
চোখ ভরে যায়, মনটি হাসে।

কত্তো রকম নতুন সাজে
নতুন বই-এ ঘেরা,
সকল মেলার মাঝেও তাই
বইমেলাটি সেরা ॥

www.pathagar.com

কবি নজরুল

মানুষের ভালোবাসা
হৃদয়ের মূল
ছুঁয়েছিল ঢের বেশি
অঢেল অতুল।

কেউ বলে বিদ্রোহী
কেউ বলে ফুল
কেউ বলে ঢেউ-নদী
তীর ভাঙ্গা কূল।

বান ছিল টান ছিল
গান ছিল ধ্যান
লেখা ছিল মেধা ছিল
বহু ছিল জ্ঞান।

তেজ ছিল বেগ ছিল
কবিতায় হুল
বহু পথ ভেঙ্গেছিল
কবি নজরুল ॥

www.pathagar.com

কথার কথা

ফাঁপা কথার তুবড়ি ছোটে
কথার ঠাঁটে কথার হাটে
কথার ফেনা উজোয় ঠোঁটে।

কথার পাতা কথার ছাতা
কথার লতা নকশি কাঁথা
কথার মারে কথার ধারে
কান্না-হাসি কথার ভারে।

রঙিন কথা গোপন কথা
এমনি ভাবে কথার চলা
তবু সবই কথার কথা
আসল কথা হয় না বলা ॥

www.pathagar.com